



119695 - পপেসি পান করা কি হারাম; যহেতে এটি শারীরিক ক্ষতি করে?

প্রশ্ন

এটি সাব্যস্ত যবে, পপেসি ও কলোয়া স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর; যহেতে এগুলোর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া আছে। এর পরপ্রিক্ষেতি এ কথা কি বলা যায় যবে, কলোমল-পানীয়সমূহ পান করা হারাম। যহেতে এগুলোর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া রয়েছে।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

যবে সব জনিসি মানবদহেরে ক্ষতি করা সাব্যস্ত হয়ছে সগেলো পানাহার করা নাজায়বে। যহেতে আল্লাহ তাআলা বলেন: “নজিদেৱেকে হত্যা করো না। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু।” [সূরা নসি, আয়াত: ২৯] এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “ক্ষতি করা নয় এবং ক্ষতির বিপরীতে ক্ষতি করাও নয়” [মুসনাদে আহমাদ ও সুনানে ইবনে মাজাহ (২৩৪১), আলবানী ‘সহহি সুনানে ইবনে মাজাহ গ্রন্থে হাদিসটিকে সহহি বলছেন]

অতএব, যদি সাব্যস্ত হয় যবে, কোন পানীয় বা খাবার বাস্তবিকিই মানবদহেরে ক্ষতি করে তাহলে সটে গ্রহণ করা জায়বে নয়। আর যদি বিষয়টিকে বেল অনুমান নির্ভর হয় কথিবা দাবী নির্ভর হয়; তাহলে এর দ্বারা হারাম সাব্যস্ত হবে না।

খাবার ও পানীয়সমূহেরে মূলবিধান হলো হালাল। যহেতে আল্লাহ তাআলা বলেন: “তিনিহি যমীনে যা আছে সব তোমাদের জন্য সৃষ্টি করছেন।” [সূরা বাক্বারা, আয়াত: ২৯]

তাই সঠিকি দলিল ছাড়া; নিছক অনুমান বা সংশয়ের কারণে কোন কিছুকে হারাম বলা জায়বে নয়। তাছাড়া যদি সাব্যস্ত হয় যবে, এই পানীয়গুলো ক্ষতিকর এবং ক্ষতির কারণে এগুলো হারাম হওয়ার হুকুম দয়ো হয়; সক্ষেত্রেও হারাম হবে ক্ষতিকর পরিমাণটুকু। তাই যদি সামান্য পান করলে ক্ষতি না হয় তাহলে ততটুকু পান করা হারাম হবে না।

আলমেগণ উল্লেখ করছেন যবে, “যবে জনিসি অধিক পরিমাণ ক্ষতিকর সটোর অল্প পরিমাণ জায়বে”। [দখেুন: আল-ইনসাফ (১০/৩৫০) ও কাশশাফুল ক্বনি (৬/১৮৯)]

আর যবে ব্যক্তি সতর্কতাবশতঃ এই ধরণের পানীয়গুলো পান করত না চায় বা নিরাপদে থাকতে চায়; এতবে কোন আপত্তি নহে। কিন্তু সবে ব্যক্তি সুস্পষ্ট দলিল ছাড়া এটাকে হারাম বলতে পারবে না।



আল্লাহই সর্বজ্ঞ।